প্রথম আলো

তারিখ ...... 29 MAR 2017
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সংগীত উৎসবে সংস্কৃতিমন্ত্রী

‘শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সমবেত কণ্ঠে ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ গেয়ে শুরু হলো সংগীত উৎসব। প্রদীপ জ্বলে উঠল ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ গানের সঙ্গে। দুই দিন ধরে চলবে নানা ধরনের গান, এসব তারই শুরু।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে শুরু হয়েছে সংগীত উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়টির সংগীত বিভাগের উদ্যোগে দুই দিনের ‘ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড আন্তর্জাতিক সংগীত উৎসব ২০১৭’-এর উদ্বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিনি বলেন, ‘সংস্কৃতিচর্চায় এই ক্যাম্পাসের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। মাঝে খানিকটা শূন্যতা থাকলেও সেটি নতুন উদ্যমে উজ্জীবিত হচ্ছে। দেশের সার্বিক বিকাশে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাতে হবে।’

সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ও উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক অণিমা রায়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যসচিব মাহমুদুল হাসান। উৎসবে এ বছর সম্মাননা জানানো হয় পণ্ডিত অমরেশ রায় চৌধুরীকে।

উৎসবের প্রথম দিনে সংগীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী শাহীন সামাদ, শামা রহমান, সামিনা চৌধুরী ও লোকসংগীতশিল্পী সফি মণ্ডল। এ ছাড়া গান করেন ইন্দোনেশিয়ার ১১ জন এবং চীনের ৫ জন শিল্পী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থীরা সমবেত গান, নজরুলসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রসংগীত, চাকমা ভাষার গান পরিবেশন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের আট শিক্ষার্থী পরিবেশন করেন নৃত্য।

আজ বুধবার উৎসবের দ্বিতীয় দিনে রয়েছে শাস্ত্রীয় সংগীত। পরিবেশন করবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে গান করবেন সুবীর নন্দী, সাদি মহম্মদ, লাইসা আহমদ লিসা, চন্দনা মজুমদার ও ভারতের সব্যসাচী সারখেইল।